ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

বর্ষ : ১৮ সংখ্যা : ৬৯ ও ৭০
জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন : ২০২২

ইসলামী আইন ও বিচার

Journal of Islamic Law and Justice

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৮ সংখ্যা : ৬৯ ও ৭০

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন : ২০২২

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

অঙ্গসজ্জা : আলমগীর হোসাইন

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক মতবিরোধ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গি একটি পর্যালোচনা ৯
মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা ২৭
মোঃ জাফর আলী

ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা ৫৩
মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম
মোঃ ইয়াকুব

বাংলাদেশে আত্মহত্যার কারণ ও এর প্রতিকারে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ৭১
মাসউদুর রহমান

মিথ্যার স্বরূপ ও বিধান : প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি পর্যালোচনা ৯৫
মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম
তাওহীদা খাতুন

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা (১-৭০তম সংখ্যা) ১১৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৬৯ ও ৭০তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

মানুষ মাত্রই চিন্তা চেতনায়, কাজে-কর্মে একে অন্যের থেকে ভিন্ন। মানবজাতির স্বভাবজাত এ প্রকৃতির কারণে চিন্তাচেতনার ভিন্নতা মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। ইসলামের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মাণ হয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সময়কাল থেকেই মুসলিম সমাজে চিন্তার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সেসময় এর ব্যাপ্তি ছিলো অনেক কম। তাঁর সময় কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সমাধান জানিয়ে দেয়া হতো। পরবর্তীতে এ জাতীয় মতপার্থক্য নিরসনের ক্ষেত্রে উম্মাহর আলিমগণকে ভূমিকা রাখতে হয়েছে। যুগে যুগে স্থান-কালপাত্র ভেদে এমন কিছু একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে; যারা এ সমস্যার সমাধানে সর্বব্যাপী প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় আধুনিক কালে যেসব মুসলিম ব্যক্তি পশ্চিমা ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয় থেকে মুসলিমদের পুনর্জাগরণ ও নিজেদের মধ্যকার চিন্তানৈতিক মতপার্থক্য নিরসনে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, তুরস্কের ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (১৮৭৭-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন ধর্মীয় ও আধুনিক জ্ঞানের আলোয় আলোকিত একজন মানুষ। তিনি মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক মতবিরোধকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেন এবং তা নিরসনে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি কপটতা পরিহার করে সহনশীলতা ও আল-কুরআনের পদ্ধতি অনুসরণে সংলাপের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান করেন। ব্যাপকার্থে তিনি বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মতবিরোধ ও বিভক্তি নিরসনে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস; সহনশীলতা; প্রমাণসহ চিন্তা ও যুক্তি উপস্থাপন; জ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিকতার মাঝে সমন্বয় সাধন; সীমালঙ্ঘন পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং বিশুদ্ধ আকিদা (বিশ্বাস)-এর ভিত্তিতে সুদৃঢ় মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রদান করেন। উক্ত রূপরেখাকে বিশ্লেষণ করে প্রণীত হয়েছে "মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক মতবিরোধ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গি : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি।

মানব সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত ছিল। ব্যবসা তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পেশা। সম্ভ্রান্ত বংশের লোকজনসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমাদের প্রিয় নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পূর্বে ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন; বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে ভ্রমণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের রা. মধ্যে অনেকেই ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের রহ. মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যবসায়ের মাধ্যমে হালাল জীবিকার্জনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনেরও সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় হালাল পন্থা অবলম্বন না করে ভেজাল মিশিয়ে ব্যবসায় প্রতারণা করছে। ব্যবসায়ের মত পবিত্র পেশাকে নানা রকম ভেজালের মাধ্যমে কলুষিত করা হচ্ছে। অহরহ ঠকানো হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাকে, প্রতারণার শিকার হচ্ছেন আম জনতা। ব্যবসায় ভেজালের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা অভিনব কৌশল অবলম্বন করে পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে প্রতারণার নব দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে। সমাজের সর্বত্র ভেজালে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল মিশিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা মানুষের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। কালের পরিক্রমায় সৎ, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে। "উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা" শীর্ষক প্রবন্ধে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমাজে বসবাসরত দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব-সম্বলহীন মানুষের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের অন্যতম মাধ্যম মাইক্রো ফাইন্যান্স। অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাইক্রো ফাইন্যান্স আজ উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে বেশ জনপ্রিয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দারিদ্র্য নির্মূলে মাইক্রো ফাইন্যান্সের সাফল্য বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর প্রভাব সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছে, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করছে, বসবাসের অবকাঠামো উন্নত করছে, চিকিৎসাসেবা নিচ্ছে। ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে। কারণ সেখানে সুদ ও ঘারার মুক্ত মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উৎপাদন, বিপণনসহ সকল ক্ষেত্রে অসহায়-দরিদ্রদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও মাইক্রো ফাইন্যান্সের কার্যক্রম লক্ষণীয়। বিগত তিন দশক ধরে বাংলাদেশে সাধারণ মাইক্রো ফাইন্যান্সের পাশাপাশি ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম ও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে। "ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স: বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মধ্যে আত্মহত্যা একটি জঘন্য অপরাধ। যা শুধু একটি প্রাণই কেড়ে নেয় না বরং তা সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রাণে আঘাত করে, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রবণতা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ যুব-সমাজ যারা রাষ্ট্রের ভবিষ্যত চালিকা শক্তি তাদের মাঝে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে আত্মহত্যা। আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে অশনি সংকেত। এ সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, আইন প্রণয়ন ও নীতিমালা প্রয়োগ করা হলেও তা সফল হচ্ছে না, বিধায় "বাংলাদেশে আত্মহত্যার কারণ ও এর প্রতিকারে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

অন্য আরেকটি সমাজিক সমস্যা হলো, মিথ্যা। পৃথিবীতে সংঘটিত অপরাধসমূহের মূলে রয়েছে মিথ্যা। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে খুব ছোটো ছোটো বিষয়েও মিথ্যা বলে থাকে। সাধারণত কারো সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা, কোনো ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া, কোনো গোপন বিষয়ের আমানত রক্ষার বিষয়ে মিথ্যা সংঘটিত হলে বহুজন ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেই সাথে ইসলামের দৃষ্টিতে এটি মারাত্মক গুনাহ। বর্তমানে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটছে তা অতি শীঘ্রই রুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর এ জন্য ধর্মীয় অনুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। এতে করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রেহাই পাবে। "মিথ্যার স্বরূপ ও বিধান: প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়াহ এবং প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারার ভিত্তিতে আমাদের বর্তমান সমাজের বেশ কিছু চিত্রের সাথে মিলিয়ে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার পরিণাম, শাস্তি ও বিধান, মিথ্যাচার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ধর্মীয় অনুশাসন পরিপালন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে মিথ্যা পরিহার করার জন্য ধর্মীয় অনুসরণ অন্যতম কার্যকর উপায় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষে ১ম সংখ্যা থেকে ৭০তম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত সকল প্রবন্ধের একটি সংখ্যাভিত্তিক তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি এতে উৎসাহী পাঠক ও গবেষকগণ উপকৃত হবেন।

এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মতো এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক